দৈনিক ইত্তেফাক

FEB 21 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

কিছু ভাবনা

■ মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ■

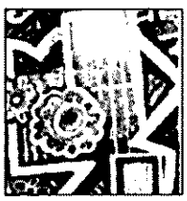

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের কাছেই মাতা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা সমান প্রিয়। এই মাতৃভাষাকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় সাহিত্যের। বাংলাভাষার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা ভাষা-ভাষীরা তাদের মাতৃভাষাকে ভালবেসে এসেছে। দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলা ভাষার জন্ম এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনও এ সময়ে রচিত। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলার কবিরা মাতৃভূমিকে যেমন বন্দনা করে এসেছেন, তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও তারা গুণগান করেছেন। এক কবি বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর কাব্যকে বলেছেন- 'অমৃত সমান'। ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতানও লিখেছিলেন-

'যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।'

লক্ষণীয় বিষয়, সেই তখন থেকেই বাংলা ভাষার সাহিত্য চর্চার বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। তাই সৈয়দ সুলতান, শাহ্ মুহাম্মদ, আব্দুল হাকিম প্রমুখ কবি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অনেক যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। যে কবি বাংলা ভাষায় প্রণয় কাহিনী লিখেছিলেন, মধুর কাব্য রচনা করেছিলেন, তাঁকেও মাতৃভাষা-বিরোধীদের কঠোর ও রূঢ় ভাষায় নিন্দা করতে হয়েছে। মাতৃভাষাকে যারা ভালবাসে না, কবি আব্দুল হাকিম তাদের শুধু 'জারজ' বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের মাতৃভূমিতে থাকার কোন অধিকার নেই বলে দেশ ত্যাগেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

মাতৃভাষায় যে কী শক্তি নিহিত থাকে, তা বাইবেলে বর্ণিত একটি কাহিনীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মর্ত্যবাসীরা তখন একই ভাষায় কথা বলতো, অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা ছিল একটি। একদা তাদের অভিলাষ হলো স্বর্গ জয়ের। তারা ঠিক করলো এক উঁচু মিনার নির্মাণ করে স্বর্গ জয় করবে। হাজার হাজার লোক লেগে গেল সেই মিনার নির্মাণের কাজে। বিধাতা তা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, মর্ত্যবাসীরা বোধ হয় স্বর্গই জয় করে ফেলবে। তখন অকস্মাৎ বিধাতার ইচ্ছায় মর্ত্যবাসীরা প্রত্যেকেই তাদের মাতৃভাষা ভুলে গেল, একেকজন একেক ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো। এর কথা ও বোঝে না, ওর কথা এ বোঝে না। ফলে শুরু হলো এক হুলস্থুল ব্যাপার। তাদের স্বর্গ জয়ের প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে গেল 'Tower of Babel' নামে খ্যাত এই কাহিনীটি একটি কিংবদন্তী, হয়তো-এর কোন সত্যতাও নেই। কিন্তু এই কাহিনীটিতে দু'টি সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। একটি হচ্ছে, ভাষা একটি জাতিকে একতাবদ্ধ করে, সুসংহত করে এবং তাদের জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করে। আরেকটি সত্য হচ্ছে, একটি জাতিকে ধ্বংস বা খর্ব করতে চাইলে তাদের ভাষার উপরই প্রথম আঘাত হানতে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই পূর্ব পাকিস্তানীদের খর্ব করার জন্য বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বাংলা ভাষাভাষীদের মাতৃভাষা প্রীতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো একটি মাত্র বাক্যে-উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানী রাষ্ট্রভাষা। এই বাক্যে একই সঙ্গে দু'টি হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়-একটি হচ্ছে উর্দু হবে পাকিস্তানী রাষ্ট্রভাষা এবং একমাত্র অর্থাৎ বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে না। বাংলাদেশের তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শুধু ক্ষুব্ধ হলো না, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। দিনে দিনে সেই ক্ষোভ এবং ক্রোধ-ই ভাষা আন্দোলনের রূপ নিলো, যার চরম বিস্ফোরণ ঘটলো ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। পুলিশের গুলীতে শহীদ হলেন সালাম, বরকত এবং রফিক। অমর হয়ে রইলেন এই ভাষা শহীদেরা আর অমর হয়ে রইল 'একুশে'। 'একুশে' একটি সংখ্যাবাচক শব্দ, কিন্তু-এর তাৎপর্য এমনি যে 'একুশে' বলতে আমরা বুঝি একুশে ফেব্রুয়ারী, একুশের ভাষা আন্দোলন এবং একুশের বিশেষ চেতনা। ভবিষ্যতে বাংলা অভিধানেও হয়তো এই অর্থ অন্তর্ভুক্ত হবে।

অমর একুশের চেতনা আমাদের দিয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি, 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস' এবং প্রতিবাদের ভাষা। পরবর্তী পর্যায়ে এই একুশে আমাদের দীক্ষা দিয়েছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। কবি বলেছেন, 'বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রুত ধারা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?' একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে যে শত শত শহীদের রক্তস্রোত বিফলে যায়নি। অর্জিত হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

অমর একুশের পর পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। এই সুবর্ণ-জয়ন্তীতে আমরা পিছন ফিরে দেখবো আমাদের অর্জন অনেক। রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়েছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রচলন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে বাংলা, আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি নতুন প্রেরণা ও শক্তিতে উজ্জীবিত হয়েছে। সর্বোপরি আমরা পেয়েছি একুশের বিশেষ চেতনা। চেতনা শব্দটি এসেছে 'চৈতন্য' শব্দ থেকে। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে আমরা বুঝি চেতনার অর্থ জাতীয় চেতনা, নব-চিন্তা-চেতনার সঞ্চারণ। জাতীয় চেতনা আমাদের স্বাজাত্যবোধ এবং স্বাদেশিকতার অনুভূতিকে জাগরিত করে। ভবিষ্যতের দিকে, তথা উন্নতির দিকে এই চেতনা আমাদের ধাবমান করে।

গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের আরেকটি বিরাট অর্জন হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে অমর একুশের বিশ্ব-স্বীকৃতি লাভ। এই স্বীকৃতি লাভ অনন্য সাধারণ, কারণ অন্য কোন দেশে অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি। আমরা শুরুতেই বলেছিলাম, প্রত্যেক মানুষের কাছেই প্রাণপ্রিয় হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা। পৃথিবীর প্রায় অপর প্রান্তে কানাডার এক শহরে বিভিন্ন ভাষাভাষী কয়েকজন তরুণ মাতৃভাষা প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভাষা-প্রেমিকদের একটি সংগঠন গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে দু'জন বাঙ্গালীও ছিলেন। এই মাতৃভাষা প্রেমীদের উৎসাহ এবং উদ্যোগেই ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করে। এই স্বীকৃতিতে বাংলা ভাষা, ভাষা সংগ্রাম ও ভাষা শহীদদের প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ পায়। অন্যদিকে এই দিবস বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে যেন স্মরণ করিয়ে দেয়, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার বাধ্যবাধকতা।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'র স্বীকৃতি আমাদের জন্য যেমন বিরাট গৌরবের, তেমনি তা অনন্য অর্জন। যে কোন অর্জনের সঙ্গেই জড়িত থাকে দায়বদ্ধতা। এই দিবসে আমাদের কি কিছু করণীয় নেই, কোন দায়িত্ব নেই? অবশ্যই রয়েছে। আমরা অনুবাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিশ্ব সাহিত্য থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমাদের। আমাদের অসীম শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় একটি ভাষা রয়েছে, যে ভাষায় রচিত হয়েছে বহু বিচিত্র সাহিত্য সম্ভার। তার পরিচয় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্ব। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত হওয়া দরকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলাদেশের ইতিহাস এবং ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলসহ বেশ কয়েকজন লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে আমরা জানি। কিন্তু প্রয়োজনে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে আরও অনেক গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব পালন। প্রয়োজন হলে এ জন্য অনুবাদ একাডেমী জাতীয় কোন সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সর্বোপরি আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, বিশ্ববাসী যেন অনুধাবন করতে পারে যে, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর' স্বীকৃতি আমাদের জন্য ছিল যথার্থ প্রাপ্য। ❑